ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -২০/০৩/২০১৭ ।।

কৈলাসহরে জাতীয় হস্ততাঁত ও বস্ত্রমেলা শুরু

কৈলাসহর, ২০ মার্চ ।। কৈলাসহরের শ্রীরামপুর বৈদ্যনাথ মজুমদার কর্ণারে জাতীয় হস্ততাঁত ও বস্ত্রমেলা ১৮ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে । ১৫ দিন ব্যাপী এই মেলা চলবে আগামী ১ এপ্রিল পর্যন্ত । কেন্দ্রীয় হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং রাজ্য হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন করেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তপন চক্রবর্তী । উদ্বোধকের ভাষণে মন্ত্রী শ্রী চক্রবর্তী বলেন, এখন হস্ততাঁতের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে । আজ এর বাজার তৈরী হয়েছে । ব্যবসার জন্য তৈরী হয়েছে স্থায়ী দোকানও । হস্ততাঁত শিল্পীদের এই কাজকে ধরে রাখতে হবে । তিনি বলেন, রাজ্যে হস্ততাঁতের ৪৭ টি সরকারী দোকান রয়েছে । মানুষের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে জিনিস তৈরী করতে হবে । গোটা দেশে লাইসাম্ফি, সিল্কের শাড়ী এবং বেডসিটের জন্যে রাজ্যের হস্ততাঁতের সুনাম রয়েছে । এক্ষেত্রে রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার ক্লাষ্টারগুলো দারুণ কাজ করছে । এদের জন্যে স্কীল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম রয়েছে । রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্মের জন্যে প্রতি বছর ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করেন । এরজন্য তিনি হস্ততাঁত শিল্পীদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ গ্রামীণ মা-বোনদের আরো বেশী করে হস্ততাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের স্বনির্ভর হবার আহ্বান জানান । সভাপতিত্ব করেন গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিনহা । স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম-হ্যান্ডিক্র্যাফট ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এল টি ডার্লং। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান পুলিন পাল, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ইন কাউন্সিল দেবাশিস সেন, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তণ চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী প্রমুখ । উল্লেখ্য, মেলায় মোট ৪৭টি ষ্টল খোলা রয়েছে । মেলা চলাকালীন প্রতিদিন সন্ধ্যায় মুক্তমঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

খোয়াইয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উৎসব

খোয়াই, ২০ মার্চ ।। খোয়াই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে খোয়াই পুরান টাউন হলে ১৮ মার্চ জেলা ভিত্তিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত । অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জীবন ও প্রাণের সঙ্গে যে সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই ধরণের সংস্কৃতির চর্চা করতে আহ্বান জানান । প্রধান অতিথির ভাষণে জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে নিজস্ব সংস্কৃতিকে আরও বিকাশ ঘটানোর উপর গুরুত্ব দেন । স্বাগত ভাষণ দেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রিপন চাকমা । উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুক্লা সেনগুপ্ত, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ শুক্ল দাস প্রমুখ । সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার । অনুষ্ঠানে খোয়াই জেলার ৬টি ব্লক ও ২টি পুর এলাকা থেকে মৃদঙ্গ, বাঁশী, হারমোনিয়াম, ঢাক, দোতারা, সারেঙ্গি ইত্যাদিতে ১০৫ জন শিল্পী অংশ নেন ।

বেলছড়ায় সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্পন্ন

খোয়াই, ২০ মার্চ ।। খোয়াই মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং বেলছড়া দেবেন্দ্র স্মৃতি মেমোরিয়াল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তাহ ব্যাপী লোক সঙ্গীত ও নৃত্যের উপর সাংস্কৃতিক কর্মশালা গতকাল দেবেন্দ্র চৌধুরী পাড়াস্থিত দশরথ দেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে শেষ হয়েছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এ ডি সির চেয়ারম্যান ড. রণজিৎ দেববর্মা, তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন বিভাগের নির্বাহী সদস্য পরীক্ষিৎ মুড়াসিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ ডি সির চেয়ারম্যান ড. রণজিৎ দেববর্মা কর্মশালার গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছাড়া কোন জাতি উন্নত হতে পারে না । তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা করার জন্য পরামর্শ দেন। নির্বাহী সদস্য পরীক্ষিৎ মুড়াসিং বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে রাজ্য সরকার এবং এ ডি সি প্রশাসন যৌথ ভাবে কাজ করছে । স্বাগত ভাষণ দেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রিপণ চাকমা । সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ধর্মেন্দ্র দেববর্মা । সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ৬০ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা লোক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে বেলছড়া ভিলেজের চেয়ারম্যান শিবু দেববর্মা সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন ।

জিরানীয়ায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের কর্মসূচি

জিরানীয়া, ২০ মার্চ ।। জিরানীয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ২১-৩০ মার্চ মহকুমার ১০টি স্থানে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হবে । কর্মসূচি অনুযায়ী ২১ মার্চ শিবির হবে বর্ধমানঠাকুর পাড়া ভিলেজের ৭৯ টিলা পাড়া, শচীন্দ্র নগর ভিলেজের ঝুলনটিলা এবং পশ্চিম নোয়াগাঁওয়ের লালটিলা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । ২২ মার্চ শিবির হবে বীরচন্দ্র ঠাকুর পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র । ২৩ মার্চ হবে পশ্চিম নোয়াগাঁওয়ের সাঁওতাল পাড়া, বিশ্রামবাড়ী ভিলেজের বল্লবি সর্দার পাড়া, পশ্চিম বড়জলা ভিলেজের রামদুর্গা পাড়া, বড়জলা বীণাপাণি ভিলেজের গোলকঠাকুর পাড়া এবং পূর্ব কৈয়াচাঁদবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । ৩০ মার্চ শিবির হবে পশ্চিম বড়জলা ভিলেজের অর্জুন সাধুপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক এ তথ্য জানিয়েছেন ।

করবুকে বসন্ত উৎসব

করবুক, ২০ মার্চ ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের করবুক বিভাগের সহযোগিতায় গত ১৮ মার্চ চেলাগাঙ্গস্থিত চৌলাকাহাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় মহকুমা ভিত্তিক বসন্ত উৎসব । এর উদ্বোধন করেন দক্ষিণ চেলাগাঙ্গ ভিলেজের চেয়ারম্যান শিশির কান্তি দাস । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ঝুনু ভৌমিক, সমাজসেবী লিটন রায়, ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের সদস্য প্রমোদ সাহা, সমর দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী রাখাল দাস । অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী কৃষ্ণ বর্মণকে সম্মাননা প্রদান করা হয় । স্থানীয় শিল্পীরা অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ।

রাজ্য সরকার সবার কাছে আইনী পরিষেবা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট ঃ আইনমন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রঞ্জন গগই । বর্তমান ত্রিপুরা হাইকোর্ট ভবনের পাশেই গড়ে উঠবে নতুন এই ভবনটি । অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী তপন চক্রবর্তী, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি ভাইপেই ছাড়াও মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, পুলিশের মহানির্দেশক কে নাগরাজ, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান যশপাল সিং, ত্রিপুরা হাইকোর্ট, জেলা ও সেশন আদালতের আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইনমন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, সবার কাছে আইনী পরিষেবা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট রয়েছে । সেই লক্ষ্যে গন্ডাছড়া ও লংতরাইভ্যালীর মতো প্রত্যন্ত এলাকায়ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। হাইকোর্টের এই প্রশাসনিক ভবনের জন্য সরকার ১৯.১৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে এবং এর নির্মাণ কাজটি যথাসময়ে শেষ হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রঞ্জন গগই দেশের ২৪তম হাইকোর্ট ত্রিপুরা হাইকোর্টের সফলতার চিত্র তুলে ধরে বলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্ট কম সময়ের মধ্যেই আইনী পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে । তিনি সবার জন্য সহজ আইনী পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বার ও বেঞ্চ এর দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরে সময় মতো ন্যায়বিচার দানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি ভাইপেই বলেন, রাজ্যে আইন পরিষেবার উন্নয়নে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দরকার রয়েছে । বিশেষ করে জেলা আদালতগুলিতে মৌলিক পরিকাঠমো গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে এবং এজন্য তিনি প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান বজায় রাখতে আহ্বান জানান । তিনি বিভিন্ন মামলায় জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে সাক্ষী, মহিলা, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের যাতে আদালতে হয়রানির শিকার না হতে হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন । পাশাপাশি তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও অন্যান্য মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন ।

উদয়পুরে বই মেলা শুরু

উদয়পুর, ১৮ মার্চ ।। ৯দিন ব্যাপী উদয়পুর - গোমতী জাতীয় বইমেলা -২০১৭ শুরু হয়েছে। আজ বিকেলে উদয়পুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে প্রদীপ জ্বেলে বইমেলার উদ্বোধন করেন উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী মৈত্রী আইচ । অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি শঙ্খপল্লব আদিত্য, উদয়পুর মহকুমা শাসক শুভাশীষ বন্দোপাধ্যায়, ত্রিপুরা পাবলির্সাস গিল্ডের সভাপতি দেবানন্দ দাম। সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট এর উপ-অধিকর্তা ইমরানুল হক । অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ডের সভাপতি দেবানন্দ দাম বলেন, বইমেলা মেধা ও মননের উৎসব । জ্ঞানের ভান্ডার, চিন্তাশক্তি বাড়াতে প্রত্যেককেই বিভিন্ন স্বাদের বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে । বইয়ের বিকল্প কিছু হতে পারে না । বই পড়ার বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে বইমেলা । অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কবি শঙ্খপল্লব আদিত্য বলেন, বই শিক্ষার বড় মাধ্যম । ছাত্রছাত্রী সহ সকল অংশের মানুষকে বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে । পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি গল্পের বই পড়ার জন্য তিনি পরামর্শ দেন । অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক শুভাশীষ বন্দোপাধ্যায় বলেন, বই মেলা যে কোন মেলার চেয়ে উৎকৃষ্ট । বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে । অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ডের সম্পাদক রঘুনাথ সরকার । অনুষ্ঠানের সভাপতি উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব বলেন, পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বই-ই হল একমাত্র হাতিয়ার । তিনি বই মেলার উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান । উল্লেখ্য, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, উদয়পুর পুর পরিষদ এবং ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ডের যৌথ উদ্যোগে এই বই মেলার আয়োজন । এবারের বই মেলায় ৯০টি স্টল খোলা হয়েছে । মেলাতে দিল্লী, কলকাতা, গৌহাটি সহ রাজ্যের প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতাগণ অংশ নেন । বই মেলা চলবে ২৬ মার্চ পর্যন্ত । বই মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন আলোচনাচক্র, ক্যুইজ, কবি সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮:৩০ মিনিট পর্যন্ত বই মেলা খোলা থাকবে ।

মিশ্র মাছ চাষ প্রকল্পে সহায়তা

শান্তিরবাজার, ১৮ মার্চ ।। মাছ চাষের মাধ্যমে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে জোলাইবাড়ী ব্লকের আভাংছড়া ভিলেজের ১৭টি পরিবারকে মিশ্র মাছ চাষ প্রকল্পে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা দেওয়া হয় । এতে মোট ৪২ হাজার ৫৪২ টাকা ব্যয় হয় । এদিকে, এম জি এন রেগার মাধ্যমে ব্লকের মুহুরীপুর আর এফ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২ জন মাছ চাষীর পুকুর সংস্কারে ব্যয় হয় ৮,৪৪,৪৪০ টাকা । এছাড়া এই পঞ্চায়েত এলাকার আরও ১৫ জনকে ১ টি করে নতুন পুকুর খনন করে দেওয়া হয়েছে । এতে ব্যয় হয় ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯২০ টাকা ।

গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ ধলাই জেলায় প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আমবাসা, ১৮ মার্চ ।। ধলাই জেলায় গ্রামস্তর থেকে পর্যায়ক্রমে জেলাস্তরে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করার বিষয়ে সম্প্রতি জেলা শাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । বিধায়ক নিরাজয় ত্রিপুরার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, মনু বি এ সিঞ্চর চেয়ারম্যান এম ডি সি মতিলাল শুক্ল বৈদ্য, জেলা শাসক বিকাশ সিং, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা পংকজ চক্রবর্তী, বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসক, বি ডি ও গণ সহ দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন । গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত । কর্মসূচি অনুযায়ী ১৮-২৪ এপ্রিল ব্লক ভিত্তিক, কমলপুর নগর পঞ্চায়েত ও আমবাসা পুর পরিষদ ভিত্তিক এবং ২৫-২৯ এপ্রিল হবে মহকুমা ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা । জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা হবে ৩-৫ মে পর্যন্ত । এই কর্মসূচিকে সার্বিক ভাবে সফল করে তোলার জন্য সভা থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে ।

শান্তিরবাজারে বসন্ত উৎসব

শান্তিরবাজার, ১৮ মার্চ ।। শান্তিরবাজার পুর পরিষদ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ১৩ মার্চ শান্তিরবাজার সমর স্মৃতি মার্কেট প্রাঙ্গণে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন চন্দ্র দাস এর উদ্বোধন করেন । অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুরপরিষদের নির্বাহী আধিকারিক সুধাংশু লাল দাস, তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক সহ এলাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার ব্যক্তিবর্গ । অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা হোলির গান, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বসন্ত উৎসবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন ।

This document was created using Smart PDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

বিপর্যয় মোকাবিলা ঃ জেলা ভিত্তিক সচেতনতা শিবির ও মহড়া অনুষ্ঠিত

সোনামুড়া, ১৮ মার্চ ।। বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক মেগা সচেতনতা শিবির ও মহড়া আজ সোনামুড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় । সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফকরউদ্দিন আহমেদ । বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুরেশ দাস, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিমলা মজুমদার, মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মীনা দাস(সরকার), জেলা শাসক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ । এই সচেতনতা শিবিরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক - অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। এন ডি আর এফ, টি এস আর, অগ্নিনির্বাপক দপ্তর, দুর্যোগ মোকাবিলা প্রভৃতি দপ্তরের আধিকারিকরা এই মেগা সচেতনতা শিবিরে দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন এবং এই সংক্রান্ত মহড়া সংগঠিত করেন । জেলা ভিত্তিক এই সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক তপন দাস বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য বিপজ্জনক অবস্থানে রয়েছে । এ বিষয়ে আমাদের সকলের সচেতন হওয়া বিশেষ ভাবে দরকার । বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা দপ্তর সহ রাজ্য সরকার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জেলা শাসক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী আলোচনায় বলেন, আগাম বার্তা দিয়ে বিপর্যয় আসেনা । তাই বিপর্যয় মোকাবিলার বিষয়ে সচেতনতা দরকার । বিপর্যয় মোকাবিলায় সবধরণের আগাম প্রস্তুতি রাখার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন । সোনামুড়ার মহকুমা শাসক সুমিত লোধ বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে বিপর্যয় মোকাবিলা অনেকটা সহজতর হয়।

পশ্চিম জেলা ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা শুরু

আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ থেকে নজরুল কলাক্ষেত্রের আর্ট গ্যালারিতে ১৫ দিন ব্যাপী পশ্চিম জেলা ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা শুরু হয়েছে । বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শিশির দেব প্রদীপ জ্বালিয়ে নাট্য কর্মশালার উদ্বোধন করেন । অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা দিনেশ দেবনাথ স্বাগত ভাষণ রাখেন এবং সভাপতিত্ব করেন বরিষ্ঠ নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভু ভট্টাচার্য। কর্মশালার উদ্বোধন করে বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শিশির দেব বলেন, নাটক মানুষের জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে উতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে । অপসংস্কৃতিকে দূর করার লক্ষ্যে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে এবং সংস্কৃতির বিস্তারে রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে । তিনি বলেন, কুসংস্কার রোধে ও বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধির জন্য শিল্পীরা অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপন করে শহর ও গ্রামের মানুষদের সচেতন করে চলছে । পশ্চিম জেলা ভিত্তিক এই নাট্য কর্মশালার মধ্য দিয়ে শিল্পীরা আরো বেশী উৎসাহিত হবে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রয়াস সাফল্যমন্ডিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন । অনুষ্ঠানে নাট্য ব্যক্তিত্ব শিশির মজুমদার ও ননী দেব বক্তব্য রাখেন । কুমার শঙ্কর পাল, মিহির চক্রবর্তী, সত্যপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং গৌতম দাশ নজরুল কলাক্ষেত্রের মিনি অডিটোরিয়ামে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ১৫দিন ব্যাপী নাট্য কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেবেন । আগামী ৪ এপ্রিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে একটি নাটক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক নাট্য কর্মশালার সমাপ্তি হবে ।

সচেতন ক্রেতাই সুরক্ষিত ক্রেতা বিশ্ব ভোক্তা দিবসের অনুষ্ঠানে -খাদ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা রাজ্যের প্রতিটি স্বশাসিত সংস্থা এলাকায় একটি করে ভোক্তা সুরক্ষা সমিতি গড়ে তোলার জন্য ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও ভোক্তা সাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি বলেন, সারা বিশ্বে ১৫ মার্চ দিনটি বিশ্ব ভোক্তা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। উদ্দেশ্য, ভোক্তাদের সচেতন করে তোলা । তবে রাজ্যে ভোক্তা সুরক্ষা সমিতি গড়ে উঠলে ভোক্তারা যেমন বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পাবেন তেমনি নানাভাবে উপকৃত হবেন । এ জন্য ভোক্তা সুরক্ষা সমিতি অত্যন্ত প্রয়োজন । মন্ত্রী শ্রী সাহা আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিশ্ব ভোক্তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে এই আহ্বান জানান ।

প্রদীপ জ্বেলে এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, একজন সচেতন ক্রেতাই সুরক্ষিত ক্রেতা । ভোক্তাদের জন্য কতগুলি অধিকার আছে । তা জানতে হবে । দেখেশুনে জিনিস কিনতে হবে । ঠকে গেলে ভোক্তারা জেলাস্তরে, রাজ্যস্তরে ও জাতীয়স্তরের ভোক্তা আদালতে মামলাও করতে পারেন । দোষীদের ২ বছরের জেলও হতে পারে । তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে নতুন নতুন জেলা হয়েছে জেলাস্তরে ভোক্তা আদালত গড়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে । বর্তমানে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ও দায়রা জজ এটা দেখভাল করেন । তিনি বলেন, ক্রেতা হিসেবে আপনাদের আইনগত অধিকার কেবল পণ্য ক্রয়ে নয়, নানা পরিষেবাতেও রয়েছে । তাই পণ্য ক্রয় বা পরিষেবা লাভের পর রসিদ চেয়ে নিন । না দিলে মামলা করুন । ডিজিটাল যুগেও ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হোন । ব্র্যান্ড-এর নাম বলে নিম্ন মানের দ্রব্য দিলে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন । তিনি বলেন, ভোক্তাগণ সচেতন হলেই এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা আসবে । তাই স্ব স্ব এলাকায় ভোক্তা সুরক্ষা সমিতি গড়তে আগামী ১-২ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সভার কাজ সম্পন্ন করতে হবে ।

সভাপতির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আমরা প্রতিবছর ১৫ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা দিবস এবং ২৪ ডিসেম্বর জাতীয় ভোক্তা সুরক্ষা দিবস হিসেবে পালন করি । ভোক্তাদের অধিকার সম্পর্কে ভোক্তাগণকে আরো সচেতন হতে হবে । বিশেষ অতিথির ভাষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনমোহিনী দেবনাথ এবং ডুকলী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রমিলা রায় (সরকার) গ্রাহকদের আরো সচেতন হবার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির ভাষণে রাজ্য ভোক্তা সুরক্ষা কমিশনের সভাপতি বিচারপতি ইউ বি সাহা বলেন, ১৯৬২ সালের ১৫ মার্চ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি বিশ্ব ভোক্তা দিবসের সূচনা করেন। তিনি ভোক্তাদের জন্য স্বার্থ সুরক্ষা, তথ্য জানার অধিকার, পছন্দের অধিকার, অভিযোগ জানানোর অধিকার এবং শিক্ষার অধিকার এই ৫টি অধিকারের কথা লিপিবন্ধ করেন ।

আমাদের দেশে ১৯৮৬ সাল থেকে ২৪ ডিসেম্বর দিনটি জাতীয় ভোক্তা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে । এছাড়া, বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক উষাজেন মগ এবং পশ্চিম জেলা ভোক্তা ফোরামের সভাপতি আশীষ পাল । উপস্থিত ছিলেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা ড.দেবাশীষ বসু সহ বহু ভোক্তা সাধারণ। স্বাগত ভাষণ দেন সদর মহকুমা শাসক ড. সমিত রায় চৌধুরী । এ বছর ভোক্তা দিবসের মূলভাবনা হল- ডিজিটাল যুগে ভোক্তাদের অধিকার । উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন আবর্তন-এর শিল্পীগণ । খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তর, সদর মহকুমা প্রশাসন ও পশ্চিম জেলা প্রশাসন যৌথভাবে এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করে । শেষে আয়োজিত হয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা । অতিথিগণ ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন । ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহ অধিকর্তা মানিক চন্দ্র সাহা ।

গোমতী জেলায় ভর্তুকীতে ১৬০টি পাওয়ারটিলার

উদয়পুর, ১৬ মার্চ ।। গোমতী জিলা পরিষদের সভাগৃহে পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হয় । কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, চলতি অর্থ বছরে গোমতী জেলায় কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকী মূল্যে ১৬০টি পাওয়ারটিলার দেয়া হয়েছে । জল সম্পদ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জেলায় ৩৩৩টি উত্তোলক সেচ প্রকল্প রয়েছে । এরমধ্যে ৩১৮টি প্রকল্প চালু রয়েছে। গভীর নলকূপ রয়েছে ৩২টি এবং সবগুলিই চালু রয়েছে । ডাইভারশন স্কীম ৭টির মধ্যে চালু রয়েছে ৬টি। সভায় মৎস্য দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এম জি এন রেগায় জেলায় ৩৫টি জলাশয় খনন করার কাজ চলছে । এতে ১২.৪৮১৬ হেক্টর জলাশয় তৈরী হবে । এতে ব্যয় হবে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৪১৬ টাকা। শ্রমদিবস সৃষ্টি হবে ৭৩ হাজার ৫৭৮টি । এছাড়া, জলাশয় সংস্কার করা হবে ২টি । এতে ব্যয় হবে ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৪৪ টাকা । শ্রমদিবস সৃষ্টি হবে ৩ হাজার ২৫২টি । সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও সমবায় দপ্তরের কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা করা হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ ওয়াজউদ্দীন আহমেদ । উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা, সহকারী সভাধিপতি দীনবন্ধু দাস সহ কমিটির সদস্যগণ ।

কৈলাসহরে নাট্য কর্মশালা শুরু

কৈলাসহর, ১৬ মার্চ ।। কৈলাসহরে নাটক ও পারফরমিং আর্টের উপর ৫ দিন ব্যাপী কর্মশালা গতকাল শুরু হয়েছে । কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মণীষ সাহা কৈলাসহর টাউন হলে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় কৈলাসহর বিভাগীয় সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র এই কর্মশালার আয়োজন করে। এতে ৩৭ জন শিল্পী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের বিভাগীয় সম্পাদক বিমান দাস, এস আই ও বিশ্বজিৎ দেব প্রমুখ । সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্র ভট্টাচার্য।

কর্মশালার উদ্বোধন করে পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মণীষ সাহা মানুষের চেতনার বিকাশে নাটকের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন । স্বাগত ভাষণ দেন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক দীপ্তময় ঘোষ ।

বেড়ীমুড়ায় সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু

মোহনপুর, ১৬ মার্চ ।। মোহনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং কালচারাল সোসাইটি অফ দি এথনিক মণিপুরী সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সপ্তাহব্যাপী বসন্ত রাসের উপর সাংস্কৃতিক কর্মশালা গতকাল থেকে বেড়ীমুড়া মন্ডপে শুরু হয়েছে । প্রদীপ জ্বালিয়ে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ কুমার দাস । উদ্বোধকের ভাষণে তিনি সুষ্ঠু সংস্কৃতির পরিমন্ডল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং মানুষের মননশীল চিন্তা চেতনার বিকাশে এই ধরণের কর্মশালার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন । অন্যান্যদের মধ্যে পূর্ব বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌরকিশোর দত্ত চৌধুরী, মোহনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের আধিকারিক সুজিত কান্তি ঘোষ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কালচারাল সোসাইটি অফ দি এথনিক মণিপুরী সংস্থার সম্পাদক রবীন্দ্র চৌধুরী । সভাপতিত্ব করেন কালচারাল সোসাইটি অফ দি এথনিক মণিপুরী সংস্থার সহ সভাপতি সুরেন্দ্র রায় । ২৩ জন শিল্পী বসন্ত রাসের উপর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন ।

নলছড় ব্লকে সাংস্কৃতিক কর্মশালা সমাপ্ত

বিশ্রামগঞ্জ, ১৬ মার্চ ।। নলছড় ব্লকের দুর্লভনারায়ণ কমিউনিটি হলে গতকাল তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত ৯ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালার সমাপ্ত হয়েছে । গত ৬ মার্চ এই কর্মশালা শুরু হয়েছিল । কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ১৪১ জন খুদে শিল্পীকে লোকসঙ্গীত এবং লোকনৃত্যের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাদের প্রশিক্ষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের লোকশিল্পীরা । সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রেসিডেন্ট সুকুমার নমঃ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক অমৃত দেববর্মা প্রমুখ । সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অতিথিগণ আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন । পরে প্রশিক্ষণার্থীরা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে ।

দুর্লভনারায়ণে মোমবাতির প্রশিক্ষণ শিবির

সোনামুড়া, ১৬ মার্চ ।। নলছড় ব্লকের দুর্লভনারায়ণ কমিউনিটি হলে ১৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে ৬ দিনের মোমবাতি তৈরীর প্রশিক্ষণ শিবির। গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় ডোনার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে । উত্তর-পূর্ব গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্পে মেলাঘর প্রজেক্ট ফেসিলিটেশন টিম-এর তত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হচ্ছে । উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে পূর্ব দুর্লভনারায়ণ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের ৩০ জন গ্রামীণ মহিলা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন । পূর্ব দুর্লভনারায়ণ পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল দেবনাথ এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন । প্রশিক্ষণ শিবির চলবে আগামী ২৮ মার্চ পর্যন্ত ।

জম্পুইজলায় দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনায় বিদ্যুৎ সংযোগ

জম্পুইজলা, ১৬ মার্চ ।। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনায় চলতি বছরে জম্পুইজলা ব্লকের বিভিন্ন এ ডি সি ভিলেজ এলাকার ১৮৩৪টি দুঃস্থ পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । এরমধ্যে এখন পর্যন্ত ৮৩৬টি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে । এছাড়া, ব্লক এলাকার ৮১টি ট্রান্সফরমার বসানো হয়েছে । আরও ৩টি ট্রান্সফরমার বসানোর কাজ চলছে । বিদ্যুৎ নিগমের জম্পুইজলা কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com